যুগান্তর

তারিখ ... 1 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান ১৪৮৩

মুসতাক আহমদ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওর নতুন তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। সারাদেশে মোট ১ হাজার ৪৮৩টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। এর ফলে ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা এখন থেকে সরকারি কোষাগার থেকে শতভাগ বেতন-ভাতা পাবেন। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে এই তালিকা প্রণীত হয়। মাত্র ১১ দিনের পুরোটাই তিনি এই তালিকা তৈরিতে সক্ষম হলেন। পূর্বঘোষিত তালিকা থেকে ৯৮টি [illegible] বাদ গেছে। [illegible] প্রতিষ্ঠান পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৫

প্রতিষ্ঠান : এমপিওভুক্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তালিকাভুক্ত হয়েছে ৪৬১টি। ওইসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ-আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে জানিয়েছেন ড. আলাউদ্দিন আহমেদ। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ১ মে থেকে এই এমপিও কার্যকর হবে। ইতিপূর্বে গত ৬ মে দিবাগত গভীর রাতে এমপিওভুক্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ওই তালিকা প্রণয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট ৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ করেন মন্ত্রী-এমপিরা। শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে দেয়া ওইসব অভিযোগের সারসংক্ষেপ সোমবারই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে দেয়া হয়েছে। এই ৫ জনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা, একজন সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রীর দফতরের দুই কর্মকর্তা এবং ব্যানবেইসের আরেক শীর্ষ কর্মকর্তা রয়েছেন। সূত্র নিশ্চিত করেছে, প্রধানমন্ত্রী দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সোমবার বিকালে শিক্ষা উপদেষ্টা নতুন তালিকাটি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন। তার আগে দুপুরে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে তারা দু'জনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা এমপিও তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। শিক্ষামন্ত্রীকে তালিকা হস্তান্তরের পর নিজ দফতরে আলাপকালে শিক্ষা উপদেষ্টা সাংবাদিকদের জানান, যেসব প্রতিষ্ঠানকে আগের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে নতুন কোর্স-শিক্ষার্থী-অবকাঠামো ইত্যাদি নানা অভিযোগ রয়েছে। অনেকগুলো ভূতুড়ে ও ভুয়া। অনেক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিদের আপত্তি রয়েছে। তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিদের আপত্তি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তবে কেবল তাদের আপত্তির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। নীতিমালা, স্থানীয় প্রশাসনের ফেক্স সার্ভে রিপোর্ট বিবেচনায় আনা হয়েছে।

১৪৮৩ প্রতিষ্ঠান

নতুন এই তালিকায় মোট ১ হাজার ৪৮২টি প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ডিগ্রি কলেজ ১৮টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ৭৮টি, স্কুল ও কলেজ ১৫টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩২৫টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫০১টি, ফাজিল মাদ্রাসা ৮টি, আলিম মাদ্রাসা ৩০টি, দাখিল মাদ্রাসা ২৪০টি, এইচএসসি ভোকেশনাল ১২৯টি, এসএসসি ভোকেশনাল ১২৯টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ৬ মে রাতে প্রকাশিত তালিকায় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২২৮টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০৪টি, স্কুল ও কলেজ ১৪টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ৫০টি, ডিগ্রি কলেজ ১৮টি, দাখিল মাদ্রাসা ১৬০টি, আলিম মাদ্রাসা ২৭টি, ফাজিল মাদ্রাসা ৬টি, এসএসসি ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান ১৫১টি এবং এইচএসসি (বিএম) পর্যায়ের কলেজ ১৬১টি ছিলো। অর্থাৎ সব ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়লে কেবল কারিগরির দু'শাখার সংখ্যা কমেছে। এই তালিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moedu.gov.bd) পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, ২০০৪ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমপিওকরণ প্রক্রিয়া। ৬ বছর পর গত বছরের ডিসেম্বর অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নকালে এই খাতে ১১২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বহু আগেই তালিকা প্রণয়নের কথা থাকলেও মন্ত্রণালয়ে ধীরগতিতে কাজ চলে। তবে শেষ পর্যন্ত বলতে গেলে অর্থ বরাদ্দের প্রায় এক বছরের মাথায় এমপিওপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হলো। ইতিপূর্বে মন্ত্রণালয় তৈরিকৃত তালিকার প্রকাশের পর সারাদেশেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই ঘটনার পর ১০ মে মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী সহকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। ওইদিনই তালিকা স্থগিত করে শিক্ষা উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দেয়া হয় নতুন তালিকা তৈরির। এদিকে সোমবার বিকালে শিক্ষামন্ত্রী এই প্রতিবেদককে বলেন, এমপিওর তালিকা তিনি পেয়েছেন। তালিকা ওয়েবসাইটে দেয়ার কাজ চলছে। তিনি বলেন, নতুন তালিকা প্রকাশের ব্যাপারে পরিপত্র জারি করা হবে।